১০-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৫-০৫-৮৩ মধুবন

বাচ্চাদের থেকে ব্রহ্মাবাবার এক আশা

আজ, বাপদাদা সকল বাচ্চাদের সেবার, স্মরণের এবং বাবা সমান হওয়ার চার্ট দেখছিলেন । বাপদাদার থেকে তোমরা যেসব খাজানা লাভ করেছ, বাবাকে নিরাকার এবং আকাররূপ থেকে সাকারে আহ্বান করেছ আর বাপদাদাও বাচ্চাদের প্রতি স্নেহবশতঃ তাদের ডাকে সাড়া দিতে এসেছেন, মিলন করেছেন, এখন তার ফলস্বরূপ তোমরা সব বাচ্চারা কোন্ ফল হয়েছ ? প্রত্যক্ষ ফল হয়েছ তোমরা ? তোমরা সিজনের ফল হয়েছ ? শুধুই কি ফলের রূপ হয়েছ নাকি রূপ-রসে ভরা মিষ্টি ফল হয়েছ ? ডাইরেক্ট পালনার অর্থাৎ গাছের পরিপক্ক ফল হয়েছ নাকি কাঁচা ফলের একটা দুটো বিশেষত্বের কোনো পদার্থের আধারে নিজের রঙ রূপ বানিয়েছো নাকি এখনও কাঁচা ফল হয়ে আছো ? সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব অনুযায়ী এবং প্রত্যক্ষ ফলের সময় অনুযায়ী, প্রতি সাবজেক্টে, প্রতি পদে, প্রতি কর্মে প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে এবং প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে বাবার পালনার সাথে তোমাদের রঙ-রূপ-রস সমন্বিত অমূল্য ফল হতে হবে । এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, 'আমি কে' ? আমি কি সদা সঙ্গে থাকার রঙে এবং সদা ব্রহ্মাবাবার সমান বাবাকে প্রত্যক্ষ করার রূপে, সদা সর্বপ্রাপ্তির রসে থাকা বাবা সমান হয়েছি ? আজকাল ব্রহ্মাবাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কতদূর পর্যন্ত সমান এবং সম্পন্ন হয়েছে তা' বিশেষভাবে দেখছেন । সারা সময় বিশেষ বাচ্চাদের চিত্র এবং চরিত্রের বিশেষ বিবরণ তাঁর সামনে রেখে দেখেন, কতখানি তারা সমান হয়েছে এবং কারা মালার দানা হয়েছে আর কারাই বা তাদের নিজের নম্বরে সেট হয়েছে ! সেই হিসেবে রেজাল্ট দেখে ব্রহ্মাবাবা বিশেষভাবে বলেছেন, ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ যে সর্বকর্মে বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করে । কর্মের কলম দ্বারা প্রত্যেক আত্মার হৃদয়ে, বুদ্ধিতে বাবার চিত্র বা স্বরূপ এঁকে দেওয়া তোমরা রুহানী চিত্রকর হয়েছ, তাই না ! এখন ব্রহ্মাবাবার, এই সিজনের রেজাল্টে বাচ্চাদের প্রতি এক আশা আছে । কি আশা আছে ? বাবার সদা এই আশা থাকে যে সব বাচ্চা নিজকর্মের দর্পণ দ্বারা বাবার সাক্ষাৎকার করাবে অর্থাৎ প্রতি পদে ফলো ফাদার করে বাবা সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে কর্মযোগীর পার্ট প্লে করবে ! বাবার এই আশা পূর্ণ করা কঠিন নাকি সহজ ? সদা আদি থেকে ব্রহ্মাবাবা তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য এই সংস্কারকে সাকার রূপে রেখেছেন, তাই না ! আমি করবো, পরে ভেবে দেখবো, পরে প্ল্যান বানাবো , তাঁর মধ্যে এই ধরনের সংস্কার বাস্তবে কখনো দেখেছ তোমরা ? এখনই করতে হবে এই মহামন্ত্র তাঁর প্রতি সঙ্কল্পে এবং কর্মে দেখেছ, তাই না ! সেই সংস্কার অনুসারে বাচ্চাদের থেকে কি আশা করবেন ? তাঁর সমান হওয়ার আশা করবেন, তাই না ? বাবা সবার আগে মধুবননিবাসীদের আগে রাখেন । আগেই তো আছো, তাই না ? ভালো থেকেও ভালো স্যাম্পল সবাই কোথায় দেখে ? মধুবনে, সবচেয়ে বড় থেকেও বড় শোকেস । দেশ-বিদেশ থেকে সবাই আসে অনুভব করার জন্য, তাই না ? সুতরাং, মধুবন সবচেয়ে বড় শোকেস । এমন শোকেসে রাখা শোপিস কতো অমূল্য হবে ! তোমরা শুধু বাপদাদার সাথে মিলনের জন্য এখানে আসোনা, কিন্তু পরিবারের প্রত্যক্ষ রূপও দেখতে আসো । সেই রূপ কে দেখাবে তোমাদের ? পরিবারের প্রত্যক্ষ স্যাম্পল, কর্মযোগীর প্রত্যক্ষ স্যাম্পল, অক্লান্ত সেবাধারীর প্রত্যক্ষ স্যাম্পল, বরদান ভূমির বরদানী স্বরূপের প্রত্যক্ষ স্যাম্পল কারা ? মধুবন নিবাসী, তাই না ?

ভগবতের মাহাত্ম্য শোনাতেই মহত্ব । সমগ্র ভাগবতের এত মাহাত্ম্য হয়না । দৈবী কর্মভূমি অর্থাৎ চরিত্র ভূমির মাহাত্ম্য মধুবন নিবাসীদের, তাই না ! তোমরা নিজেদের মহত্ব নিজেরা স্মরণে রাখো

তো ? মধুবন নিবাসীদের স্মৃতিস্বরূপ হওয়া মেহনতের নাকি সহজ ? মধুবন রাজা এবং প্রজা উভয় আত্মাদের বরদান দেয় ।

আজকাল তো প্রজা আত্মারাও নিজেদের বরদানের অধিকার নিয়ে ফিরে যাচ্ছে । যখন প্রজাও বরদান নিচ্ছে তাহলে কল্পনা করো, যারা বরদানভূমিতে থাকে তারা কতো কতো বরদানে সম্পন্ন আত্মা হবে ! এখনের সময় অনুসারে সব ধরণের প্রজাদের নিজের অধিকার নেওয়ার জন্য চতুর্দিক থেকে এখানে আসা শুরু হয়ে গেছে । চতুর্দিকে সহযোগী আত্মাদের এবং সম্পর্কিত আত্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রজাদের সীজন শুরু হয়ে গেছে । তাহলে রাজারা তৈরি, তাই না ! নাকি রাজছত্র কখনো ফিট হয় কখনো ফিট হয়না । সিংহাসনাসীন যারা, তারাই মুকুটভূষিত হতে পারে । সিংহাসনাসীন না হলে মুকুটও সেট হতে পারে না । এইজন্য তুচ্ছসব বিষয়ে তোমরা আপসেট হয়ে যাও । এই (আপসেট হওয়া) লক্ষণ হলো সিংহাসনাসীন না হওয়ার অর্থাৎ তোমার সিংহাসনে সেট না হওয়ার । সিংহাসনাসীন আত্মাদের কোনো ব্যক্তিই শুধু নয়, প্রকৃতিও আপসেট করতে পারেনা । সেখানে তো মায়ার চিহ্নমাত্রও নেই । সুতরাং, তোমরা সব সিংহাসনাসীন মুকুটধারী বরদানী আত্মা, তাই তো ! বুঝেছ তোমরা, মধুবনের ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্যের মহত্ব ! আচ্ছা - আজ তো মধুবন নিবাসীদের টার্ন । বাকি সবাই গ্যালারিতে বসে আছে । তোমাদের খুব ভালো গ্যালারি দেওয়া হয়েছে । আচ্ছা ।

তোমরা আদি রত্ন-সকল আদি স্থিতিতে এসে গেছ, তাই না ! তোমরা মধ্য ভুলে গেছ, ডালপালা ইত্যাদি সব ছাঁটা হয়ে গেছে, তাই না ? তোমরা সব আদি রত্নরা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে ফিরে যাচ্ছ, তাই তো ? সোনার হরিণেরও পেছনে ছুটোনা । কোনরকম আকর্ষণ বশতঃ নীচে এসো না । যে কোন ধরণের সারকামস্ট্যান্স আসুক তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা-কে নাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তোমাদের সদা অচল, অনড়, নষ্টমোহ এবং নির্মাণ হতে হবে, তবেই তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়তে এবং উড়াতে পারবে । তোমরা পৃথক হয়ে সদা বাবারপ্রিয় হবে । না কোনো ব্যক্তি, না হদের কোনো প্রাপ্তির প্রিয় হবে । জ্ঞানী তু আত্মা র সামনে হদের এই প্রাপ্তিই স্বর্ণমৃগের রূপে আসে, এইজন্য হে আদি রত্নগণ ! আদি পিতা সমান সদা নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহঙ্কারী থাকো । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা-

পুণ্য আত্মারা, যারা তাদের সব কর্মে বাবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিয়ে, প্রতি কর্মে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, বিশ্বের সামনে চিত্রকর হয়ে বাবার চিত্র প্রদর্শন করে, এইরকম ব্রহ্মাবাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মহারথীরা সবাই সেবার যে প্ল্যান বানিয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে ইয়ুথদের জন্য বানানো হয়েছে, তাই না ! তোমরা ইয়ুথ বা যুবদলের সেবার পূর্বে, যখন যুবদল গভর্নমেন্টের সামনে নিজেদের প্রত্যক্ষ হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে সামনে এগোচ্ছে, তখন তোমরা ময়দানে আসা থেকে একটা বিষয়ে সদা লক্ষ্য রাখো, কথা কম, কাজ বেশি । তোমাদের মুখ দ্বারা প্রকাশিত হবেনা, কার্যকরীভাবে তাদের দেখাতে হবে । কর্মের ভাষণ স্টেজে দাও । মুখ দ্বারা কিভাবে ভাষণ দিতে হয়, যদি শিখতে চাও তো রাজনৈতিক নেতাদের থেকে শেখো । যাই হোক, রুহানী যুবদল শুধু মুখেই ভাষণ দেয়না, তাদের নয়ন, ললাট, তাদের কর্ম ভাষণ দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায় । কর্মের ভাষণ কেউ করতে পারেনা । মুখের ভাষণ অনেকেই করতে পারে । কর্ম বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে । কর্ম রুহানিয়ত প্রমাণ করতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, যুবদল সদা সাফল্যের জন্য নিজেদের কাছে এক রুহানী কবচ রাখো । সেটা কি হবে ? রিগার্ড দেওয়াই রিগার্ড নেওয়া । রিগার্ড দেওয়ার এই রেকর্ড সফলতার অবিনাশী রেকর্ড হয়ে যাবে

। যুবদলের জন্য মুখে সদা সফলতার একই মন্ত্র থাক, "প্রথমে তুমি" । তোমার মনে এই মহামন্ত্র মজবুত বানাও । 'প্রথমে তুমি' এটা শুধু মুখে বললে, আর অন্তর্মনে থাকলো 'আমি প্রথম , এমন নয় । এমন অনেকে চালাকি করে বলে "তুমি প্রথমে" , কিন্তু অন্তর্মনের ভাবনা থাকে 'প্রথমে আমি' । যখন তুমি যথার্থরূপে আমি প্রথমে র ভাবনাকে শেষ করে অন্যকে এগোতে দেওয়াতেই নিজের এগিয়ে যাওয়া মনে করে এই মহামন্ত্রের সাথে সামনে এগিয়ে চলবে, তখনই তুমি সাফল্য লাভ করতে থাকবে । বুঝেছ তোমরা ? এই মন্ত্র আর কবচ যদি সদা সাথে থাকে তবেই প্রত্যক্ষতার কাড়ানাকাড়া বাজবে ।

প্ল্যানস খুব ভালো, কিন্তু প্লেইন বুদ্ধি দ্বারা প্ল্যানস প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে এসো । সেবা করলেও জ্ঞানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করো । বিশ্বের সকলেই তো শুধু শান্তি, শান্তি করছে কিন্তু তারা অশান্তির সাথে শান্তি মিক্স করে দেয় । বাহ্যিকভাবে, সবাই এই স্লোগান দিচ্ছে শান্তি হোক । যারা অশান্তি করে তারাও শান্তির স্লোগানই দিচ্ছে । শান্তি তো চাই কিন্তু যখন তুমি নিজের স্টেজে প্রোগ্রাম করো তখন তোমার নিজের অথরিটি দিয়ে কথা বলো, বায়ুমন্ডল অনুযায়ী নয় । তোমরা সেটা অনেক সময় ধরে করেছ, এবং সেই সময়ে সেটাই ঠিক ছিল । যাই হোক, এখন যখন ভূমি প্রস্তুত তখন জ্ঞানের বীজ বপন করো । টপিকও এইরকম হতে হবে । তোমরা টপিক এই কারণে চেঞ্জ করো যাতে দুনিয়ার লোক ইন্টারেস্ট নেয় । যতই হোক, আসবে তো তারাই যাদের ইন্টারেস্ট আছে । তোমরা কতো মেলা, কনফারেন্স, কতো সেমিনার ইত্যাদি করেছ ! এত বছর তো সেইসব লোকের ওপর ভিত্তি করেই টপিকস বানিয়েছ । আর কতো গুপ্ত বেশে থাকবে ! এখন প্রত্যক্ষ হও । সেই সময় অনুসারে যা হওয়ার তা'তো হয়েছেই । কিন্তু এখন নিজের স্টেজে পরমাত্ম বন্ধ তো লাগাও । তাদের বুদ্ধিতে এটুকু তো আসুক যে এরা কি বলছে ! নয়তো, শুধু বলে, আপনারা খুব ভালো জিনিস বলেছেন । সুতরাং, ভালো, ভালোই থেকে যায় আর তারা যেখানের সেখানেই থেকে যায় । কিছু আলোড়নের সৃষ্টি করো ! প্রত্যেকের নিজের অধিকার আছে । অথরিটি এবং স্নেহ দিয়ে তাদের পয়েন্টস দাও তবে কেউ কিছু করতে পারবে না । এমন অনেক স্থানে তারা তোমাদের কথাকে বিশ্বাস করেছে, তোমরা তোমাদের বিষয়কে স্পষ্টভাবে নির্মাণ করতে শক্তিশালী ছিলে । বিধি কেমন হবে তা'তোমাদের বুঝতে হবে । কিন্তু শুধু অথরিটি নয়, স্নেহ এবং অথরিটি দুটোই একসাথে থাকতে হবে । বাপদাদা সবসময় বলেন, তীরবিদ্ধ করো আর তারপরে তাদের মলম লাগাও । অবশ্যই তাদের ভালোভাবে রিগার্ড (সম্মান) দাও, কিন্তু নিজের সত্যতাও প্রমাণ করো । তোমরা ভগবানুবাচ অর্থাৎ ভগবানের উক্তি বলো, তাই না ? নিজের কথা তো বলোনা । যারা বিগড়াবার তারা তো চিত্র (প্রদর্শনীীর চিত্র) দেখেও বিগড়ে যায়, তখন তোমরা কি করো ? ছবি তো সরিয়ে দাও না, তাই না ? সাকার রূপেও কারও সামনে অথরিটি এবং নেশার সাথে যখন বলতে তখন তার কি প্রভাব পড়েছিল ? কখনো ঝগড়া হয়েছিল কি ? ভাষণের এই বিধিই তোমরা শিখেছিলে, তাই না ! জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রেও কিভাবে বলতে হবে তা' তোমরা স্টাডি করেছ, তাই না ? এখন আবার এটা স্টাডি করো । দুনিয়ার হিসেবে তোমরা তোমাদের বদলেছ, ভাষা চেঞ্জ করেছ, তাই তো ! সুতরাং, যখন তোমরা দুনিয়ার জন্য নিজেদের চেঞ্জ করেছ তবে তোমরা যথার্থরূপে কি না করতে পারো । এইভাবে কতদিন চালাবে ? যখন তারা তোমাদের বলে যে তোমরা যা বলো খুব ভালো তাতে তোমরা খুশি হও । শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় এটা প্রসিদ্ধ হবে যে, 'এটাই যথার্থ জ্ঞান' । একমাত্র এর মধ্যে দিয়েই গতি সদগতি হবে । এই জ্ঞান ব্যতীত গতি বা সদগতি হয়না । এখন লোকে যোগ শিবির করে চলে যায় । বাইরে যেতেই তারা সেই একই কথা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । এখানে বলে যোগ খুব ভালো লেগেছে, অথচ তাদের ফাউন্ডেশন বদলায়

না । তোমাদের শক্তির প্রভাবে তাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে, কিন্তু তারা নিজেরা শক্তিশালী হয় না । যা হয়েছে সেটাও জরুরি ছিল । যে ভূমি বন্ধ্যা হয়ে গেছিল, সেই ভূমিতে লাঙল চালিয়ে যোগ্য ভূমি বানানোর এটাই ছিল একমাত্র যথার্থ বিধি । যাই হোক, শেষে তো শক্তিরাই নিজের শক্তিস্বরূপে এসে যাচ্ছে, তাই না ! তারা স্নেহের রূপে এসেছিলো, কিন্তু এরা শক্তি, এদের উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ হৃদয়ের পরিবর্তন করে, বুদ্ধি বদলে যায়, না থেকে হ্যাঁ - তে এসে যায় । এই রূপও প্রত্যক্ষ হবে, তাই না ! এখন সেটা প্রত্যক্ষ করো । সেটার জন্য প্ল্যান বানাও । তারা আসে, খুশি হয়ে ফিরে যায় । সেতো যারাই এত আরাম, এত স্নেহ, সমাদর পাবে, তারা তো সন্তুষ্ট হয়েই যায় ! কিন্তু শক্তিস্বরূপ হয়ে যায়না । ব্রহ্মাবাবা বলতেন, সব প্রদর্শনীতে প্রশ্নাবলী রাখতে হবে । তা'তে কি ধরনের বিষয়বস্তু ছিল ? তীরের মতো বিষয়ের উল্লেখ ছিল, তাই না ! তোমরা তাদের ফর্ম ভরানোর জন্য বলতে । তাদের রাইট অথবা রং , হ্যাঁ অথবা না লিখতে বলা হতো । ফর্ম তো ভরাতে, তাই না ? সুতরাং, যোজনা কি ছিল ? এক তো ছিল এমনিই ভরানো । তাড়াতাড়িতে তাদের বলতে বলা হতো, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল ! যেমনই হোক, তোমাদের অবশ্যই তাদের বুঝিয়ে তারপর ফর্ম ভরাতে হবে । আর এইভাবেই তারা যথার্থভাবে ফর্ম ভরবে । তাদের কাছে এটা তোমাদের প্রমাণ করতে হবে । নিজেদের মধ্যে সেই প্ল্যান বানাও, যাতে অথরিটিও থাকবে এবং স্নেহও থাকবে ; রিগার্ডও থাকবে এবং সত্যতাও প্রসিদ্ধ হবে । এমনিই তোমরা কাউকে ইনসাল্ট করবে ! তোমরা জানো যে তারা তোমাদের ব্রাঞ্চেস এবং এখান থেকেই তারা বেরিয়েছে । তাদের রিগার্ড দেওয়া তো নিজের কর্তব্য । ছোটদের স্নেহ দেওয়া, এতো তোমাদের পরম্পরা । আচ্ছা ।

বরদানঃ- দয়াভাব ধারণ করে সবার সমস্যা সমাপ্ত করে মাস্টার দাতা ভব

যে আত্মাদের সম্পর্কেই আসো, তারা যে ধরণের সংস্কারেরই হোক, তারা অপজিশন (বিরুদ্ধাচরণ) করুক অথবা সঙ্ঘর্ষ স্বভাবের হোক, ক্রোধী হোক, যতই বিরোধী হোক, তোমাদের দয়ার ভাবনা তাদের অনেক জন্মের কড়া হিসেবনিকেশ সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দেবে । তোমাদের শুধু নিজেদের দাতা হওয়ার আদি এবং অনাদি সংস্কার ইমার্জ করে দয়াভাব ধারণ করে নিলে ব্রাহ্মণ পরিবারের সর্ব সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ - নিজের ক্ষমাশীল স্বরূপ বা দৃষ্টি দ্বারা সব আত্মার পরিবর্তন করাই পুণ্যাত্মা হওয়া ।